গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
বেসরকারি মাধ্যমিক-৩ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.shed.gov.bd

নথি নং- ৩৭.০০.০০০০.০৭৪.০২৯.০০৪.২০২২.৪৪

তারিখ : ২২ মাঘ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ / ০৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

বিষয় : বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) জনবলকাঠামো ও এমপিও নীতিমালা-২০২১ এর ২০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী শিক্ষক-কর্মচারীর বেতন-ভাতার সরকারি অংশ স্থগিত, বাতিল ও ছাড়করণ সংক্রান্ত গঠিত পুনর্বিবেচনা কমিটির ২৯.০৮.২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) জনবলকাঠামো ও এমপিও নীতিমালা-২০২১ এর ২০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ২৯.০৮.২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় নিম্নেবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের জন্য মাননীয় মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে:

ক্র: নং	বিবরণ ও পর্যালোচনা
০১.	**বিষয়: বরিশাল জেলার বানারীপাড়া উপজেলাধীন দক্ষিণ নাজিরপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব মোহাম্মদ জামাল হোসেন এর প্রধান শিক্ষক পদে এমপিওভুক্তির বিষয়টি পুন:বিবেচনার আবেদন।** **আপিল কমিটির বিশ্লেষন:** জনাব মোহাম্মদ জামাল হোসেন গত ২০.০৫.২০২১ তারিখে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে দক্ষিণ নাজিরপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। প্রধান শিক্ষক হওয়ার পর তিনি প্রধান শিক্ষক পদে এমপিওভুক্তির আবেদন করেন। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরে ২৮.১১.২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত এমপিও কমিটির বিশেষ সভায় সিদ্ধান্ত হয়: "নিয়োগকালীন কাম্য যোগ্যতা না থাকায় প্রধান শিক্ষক পদে তাকে এমপিওভুক্তির সুযোগ নেই।" জনাব মোহাম্মদ জামাল হোসেনের একাডেমিক সনদে ১টি ৩য় বিভাগ রয়েছে। তিনি ২০০৫ সালে বিপিএড অর্জন করেন এবং একই ইনডেক্স নিয়ে পর্যায়ক্রমে ৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করেন। সুদীর্ঘ ২২ বছর ৬ মাস এর নিরবিচ্ছিন্ন শিক্ষকতাকে মূল্যায়ন করে মানবিক বিবেচনায় তিনি তার এমপিওভুক্তির আবেদন করেছেন। **মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের বক্তব্য:** তাঁর শুনানী এবং কাগজপত্র পরীক্ষা করে দেখা যায় যে, তার ৫ বছরের সহকারী প্রধান শিক্ষকের অভিজ্ঞতা আছে। মোট চাকরি ১৫ বছরের বেশি। তিনি বিপিএড ২০০০ সালে এবং বিএড ২০০৫ সালে অর্জন করেন। লক্ষনীয় যে, তিনি প্রথম চাকরি গ্রহণ করেন ১৯/৮/২০০০ তারিখে। তার বিপিএড সনদ ইস্যুর তারিখ ১৮/৮/২০০০। একারণে স্পষ্ট যে, তিনি চাকরির আবেদন বাছাইকালে বিপিএড সনদ দাখিল করতে পারেননি। তবে ঐ সময় তার পরীক্ষার ফলাফল সিট ছিল। যেহেতু জনাব মোহাম্মদ জামাল হোসেন এর অভিজ্ঞতার ঘাটতি নেই। শিক্ষাগত যোগ্যতার ঘাটতি নেই। প্রথম নিয়োগ তারিখে সনদ দেখাতে না পারলেও বুঝা যায় যে, ১ম নিয়োগকালে তার বিপিএড সনদ প্রদানের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন ছিল। এ ত্রুটি/বিচ্যুতি ব্যতিত তাঁর সকল যোগ্যতা ছিল। বিষয়টি সভায় পর্যালোচনা করে ত্রুটি/বিচ্যুতি মার্জনা করার সিদ্ধান্ত হয়। **সুপারিশ:** বরিশাল জেলার বানারীপাড়া উপজেলাধীন দক্ষিণ নাজিরপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব মোহাম্মদ জামাল হোসেন এর অভিজ্ঞতার ঘাটতি নেই। শিক্ষাগত যোগ্যতার ঘাটতি নেই। প্রথম নিয়োগ তারিখে সনদ দেখাতে না পারলেও বুঝা যায় যে, ১ম নিয়োগকালে তাঁর বিপিএড সনদ প্রদানের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন ছিল। এ ত্রুটি/বিচ্যুতি ব্যতিত তাঁর সকল যোগ্যতা ছিল। প্রধান শিক্ষক পদে চাকরির পূর্বেই এমপিওভুক্ত থাকা এবং বিপিএড থাকায় তাঁকে এমপিওভুক্তির সুপারিশ করা হলো।
০২.	**বিষয়: গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলাধীন শিবরাম আলহাজ্ব মো: হোসেন স্মৃতি স্কুল এন্ড কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ জনাব মো: আনোয়ার হোসেন ও মো: ওবায়দুর রহমান খন্দকার এর এমপিও বাতিল সংক্রান্ত।** **মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের বক্তব্য:** গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলাধীন শিবরাম আলহাজ্ব মো: হোসেন স্মৃতি স্কুল এন্ড কলেজ এর ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ জনাব মো: আনোয়ার হোসেন (সহকারী অধ্যাপক, অর্থনীতি, ইনডেক্স নং-৬১৯৩২১) ও প্রভাষক মো: ওবায়দুর রহমান খন্দকার, (ইতিহাস, ইনডেক্স নং-৩০৯৮৪১৫) এর বিরুদ্ধে সাময়িক

	বরখাস্তকৃত অধ্যক্ষ জনাব মো: গোলাম আযম খাঁ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরে অভিযোগ দাখিল করেন। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর অভিযোগ তদন্তের জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা রংপুর অঞ্চলকে দায়িত্ব প্রদান করেন। তদন্ত প্রতিবেদনের আলোকে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ জনাব মো: আনোয়ার হোসেন (সহকারী অধ্যাপক, অর্থনীতি, ইনডেক্স নং-৬১৯৩২১) কে ০৩ (তিন) মাসের জন্য এমপিও স্টপ পেমেন্ট করা হয়। কলেজে ইতিহাস বিষয় অনুমোদিত নয় বিধায় প্রভাষক মো: ওবায়দুর রহমান খন্দকার (ইতিহাস, ইনডেক্স নং-৩০৯৮৪১৫) এর এমপিও বাতিলের সুপারিশ করা হয়। ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ জনাব মো: আনোয়ার হোসেন, সহকারী অধ্যাপক (অর্থনীতি, ইনডেক্স নং-৬১৯৩২১) তাঁর বেতন ভাতাদি চালু করার আবেদন এবং প্রভাষক মো: ওবায়দুর রহমান খন্দকার (ইতিহাস, ইনডেক্স নং-৩০৯৮৪১৫) তার এমপিও বাতিল না করার জন্য আবেদন করেন। **আপিল কমিটির বিশ্লেষন:** জনাব মো: আনোয়ার হোসেন, সহকারী অধ্যাপক (অর্থনীতি) ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ থাকাকালীন সময়ে বিধি বহির্ভূতভাবে শিক্ষক নিয়োগ দেওয়ার তার ০৩ মাসের এমপিও (Stop Payment) করা হয়। কলেজে ইতিহাস বিষয় খোলার অনুমোদন ব্যতীত প্রভাষক হিসেবে মো: ওবায়দুর রহমান খন্দকার কে নিয়োগ দেওয়া হয়। পরবর্তীতে ২৫.১১.২০২১ তারিখে ৩৭.০০.০০০০.০৭২.০৬.০০১. ২০১৬.৩৮০ স্মারকে মন্ত্রণালয় থেকে ইতিহাস ও মনোবিজ্ঞান বিষয় খোলার অনুমতি প্রদান করা হয়। কিন্তু শিক্ষা বোর্ড এখনও অনুমতি প্রদান করেনি। **সুপারিশ:** গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলাধীন শিবরাম আলহাজ্ব মো: হোসেন স্মৃতি স্কুল এন্ড কলেজের সহকারী অধ্যাপক (অর্থনীতি) জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ থাকাকালীন সময়ে বিধি বহির্ভূতভাবে শিক্ষক নিয়োগ করেন। তাঁকে ০৩ (তিন) মাসের এমপিও Stop Payment করা হয়। সার্বিক বিবেচনার উহা তুলে নেয়ার সিদ্ধান্ত হলো। জনাব মো: ওবায়দুর রহমান খন্দকার এর ইতিহাস বিষয় শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদন করা হয়নি। জনাব ওবায়দুর রহমান এর নিয়োগ কেন অবৈধ নয় সে ব্যাখা চেয়ে প্রতিষ্ঠান প্রধানের নিকট শোকজ পাঠানোর সুপারিশ করা হলো।
০৩.	**বিষয়: চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলাধীন চরকানাই বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের সাবেক প্রধান শিক্ষক জনাব নুরুল আলম কে প্রধান শিক্ষক পদে পুনর্বহাল এর আবেদন।** **মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের বক্তব্য:** চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলাধীন চরকানাই বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের সাবেক প্রধান শিক্ষক জনাব নুরুল আলম নিজেকে প্রধান শিক্ষক পদে পুন:বহাল এবং ৩০ মাসের বকেয়া বেতন দাবী করেন। তার দাবি ২২/০৯/২০২১ তারিখের অনুষ্ঠিত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। জনাব নুরুল আলম উল্লেখ করেন যে, চরকানাই বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের বর্তমান প্রধান শিক্ষক রতন কুমারদেব এর নিয়োগ বিধিসম্মত নয় এবং তিনি বিধি বহির্ভূতভাবে সরকারি অর্থ গ্রহণ করেছেন। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের পত্র পর্যালোচনায় দেখা যায়, ম্যানেজিং কমিটি কর্তৃক সাবেক প্রধান শিক্ষক জনাব মোঃ নুরুল আলম কে গত ০৮/০৬/২০১১ তারিখে বরখাস্ত করা হয়। আপীল এন্ড আরবিট্রিশন কমিটি তাঁর বরখাস্ত প্রস্তাব অনুমোদন করেন। জনাব মো: নরুল আলম তাঁর বরখাস্ত সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের রিভিউ চেয়ে ১৮.০৩.২০১২ তারিখ সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ডের আপিল এন্ড আরবিট্রিশন কমিটির কাছে আবেদন করেন। আপীল এন্ড আরবিট্রিশন কমিটি তাঁর আবেদন না মঞ্জুর করে তাঁর বরখাস্ত বহাল রাখে। জনাব মো: নুরুল আলম আরবিট্রিশন বোর্ডের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ০৫.০৪.২০১২ তারিখে স্থানীয় আদালতে মামলা নং-১৪৬/২০১২ দায়ের করেন। মামলার রায়ে কোন নিষেধাজ্ঞা প্রদান করা হয়নি। এ পরিপ্রেক্ষিতে, ম্যানেজিং কমিটি নতুন প্রধান শিক্ষক নিয়োগের জন্য ২৫/০৩/২০১২ তারিখে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে। নিয়োগ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে ০৭/০৪/২০১২ তারিখে প্রধান শিক্ষকের শূন্য পদে জনাব রতন কুমার দেব যোগদান করেন। **আপিল কমিটির বিশ্লেষন:** বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) শিক্ষক-কর্মচারীর বেতন-ভাতার সরকারি অংশ স্থগিত, কর্তন, বাতিল সংক্রান্ত গঠিত পুনর্বিবেচনা কমিটির ২২.০৯.২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় বিষয়টি নিষ্পত্তি করায় পুর্নবিবেচনা করার সুযোগ নেই। **সুপারিশ:** চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলাধীন চরকানাই বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের সাবেক প্রধান শিক্ষক জনাব নুরুল আলম কে পুর্নবহাল এবং বরখাস্তকালীন সময়ের বকেয়া বেতন ভাতা আবেদন বিবেচনার সুযোগ নেই মর্মে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

০৪.	**বিষয়: নাটোর জেলার লালপুর উপজেলার গোপালপুর আদর্শ মহিলা ডিগ্রী কলেজের সহকারী অধ্যাপক (পদার্থ বিজ্ঞান) জনাব মোছা: নাছিমা খাতুন এর বকেয়া বেতন ভাতাদিসহ এমপিও পুনর্বহাল আবেদন।** **মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের বক্তব্য:** জনাব মোছাঃ নাছিমা খাতুন গত ০৩-১০-১৯৯৫ তারিখে নিয়োগ প্রাপ্ত হন। গত ০৫-০৫-১৯৯৯ তারিখে নিয়োগ বৈধকরণ (সরকারি বিধি মোতাবেক) হয়। তিনি অদ্যবধি চাকুরিরত আছেন। কলেজের বর্তমান অধ্যক্ষ মোঃ বেলাল হোসেন অভিযোগ করেন যে, নিয়োগ পরীক্ষার সিএস ফরম/মূল্যায়ন পত্রে "ডিজির প্রতিনিধির স্বাক্ষর" স্থানে নাছিমা খাতুন নিজেই স্বাক্ষর করেছেন। বিষয়টি সহকারী পরিচালক (কলেজ) মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, রাজশাহী অঞ্চল কর্তৃক তদন্ত করা হয়। তদন্তের আনুমানিক ০২ (দুই) বছর পর গত ফেব্রুয়ারী ২০২৩ তারিখে এমপিও হতে জনাব মোছা: নাছিমা খাতুনের নাম (ইনডেক্স নং-৪৩২৯৩৭) ডিলিট এবং বেতনের সরকারি অংশ কর্তন হয়। **আপিল কমিটির বিশ্লেষন:** আবেদনকারী যুক্তি দিয়েছেন যে, তিনি একজন প্রার্থী ছিলেন। তার পক্ষে সিএস ফরমে ডিজির প্রতিনিধির স্বাক্ষর জালিয়াতি করার কোন সুযোগ নেই। তিনি আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ পাননি। তাই তিনি তাঁর এমপিও পুর্নবহালের আবেদন করেছেন। **সুপারিশ:** নাটোর জেলার লালপুর উপজেলার গোপালপুর আদর্শ মহিলা ডিগ্রী কলেজের সহকারী অধ্যাপক (পদার্থ বিজ্ঞান) জনাব মোছা: নাছিমা খাতুন এর স্বাক্ষর জালিয়াতি বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ বিশ্বাসযোগ্য নয় বিধায় জনাব নাছিমা খাতুনের বকেয়াসহ বেতন ভাতাদি পুন:বহালের সুপারিশ করা হলো।
০৫.	**বিষয়: যশোর জেলার বাঘারপাড়া উপজেলাধীন সেকেন্দারপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব মো: আব্দুল মালেক এর Stop Payment তুলে নেয়া এবং বকেয়া বেতন ভাতা প্রদানের আবেদন।** **মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের বক্তব্য:** যশোর জেলার বাঘারপাড়া উপজেলাধীন সেকেন্দারপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব মো: আব্দুল মালেক এর বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ১৯.১০.২০১৫ তারিখের নং- ৩৭.০০.০০০০.০৭৪.০০১.০০১. ২০১৫.৩৯৬ আদেশের অনুবৃত্তিক্রমে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের ০৬.১২.২০১৫ তারিখের ৪জি/৩৫৪-ম/০৯/১২০৭১/৪ নং স্মারকে জনাব মো: আব্দুল মালেকের বেতন ভাতা Stop Payment করা হয়। সংক্ষুব্ধ শিক্ষক মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের রিট পিটিশন নং-৭৪০/২০১৬ মামলা দায়ের করেন। মামলার রায় নিম্নরূপ: The Respondents are directed to release the M.P.O of petitioner No. Md. Abdul Maled, Head Master, and petitioner No. 2 Md. Abdul Hannan, CF Emplyee in accordance with law immediately. Accordingly the Rule is made absolute. মামলার রায়ের আলোকে বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টা মতামত দেন যে : In such view of the matter, our opinion is that the Directorate should take necessary steps to release his MPO along with the arrear since the Hon'ble Court declared the impugned memo by which the MPO was stopped without lawful authority and of no legal effect. সেপ্টেম্বর ২০২২ মাসের এমপিও প্রদান সম্পর্কিত কমিটির বিশেষ সভায় উপস্থাপন করা হয়। সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে, "যশোর জেলার বাঘারপাড়া উপজেলাধীন সেকেন্দারপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব মো: আব্দুল মালেক এর স্থগিত বেতন Stop Payment মহামান্য হাইকোর্টের রায় অনুযায়ী ছাড়করণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়"। তবে জনাব মালেকের বেতন ভাতা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় বন্ধ হয়েছিল বিধায় বেতন ভাতা ছাড়করণের বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা প্রয়োজন। **আপিল কমিটির বিশ্লেষন:** মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের রিট পিটিশন নং-৭৪০/২০১৬ রায় এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের সেপ্টেম্বর/২০২২ মাসের এমপিও সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে জনাব মো: আব্দুল মালেকের (Stop Payment) প্রত্যাহার করা যায়। **সুপারিশ:** মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের রিট পিটিশন নং-৭৪০/২০১৬ এর রায়ের আলোকে সেকেন্দারপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব মো: আব্দুল মালেক এর বকেয়া বেতন ভাতাদি ছাড়করণের সুপারিশ করা হলো।

০৬. **বিষয়: পটুয়াখালী জেলার গলাচিপা উপজেলাধীন হাজী কেরামত আলী কলেজের অধ্যক্ষ পদে জনাব মো: আলিম উজজামান এর এমপিওভুক্তির আবেদন।**

পটুয়াখালী জেলাধীন গলাচিপা উপজেলার হাজী কেরামত আলী কলেজটি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অধিভুক্ত। কলেজের উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় এমপিওভুক্ত কিন্তু ডিগ্রি পর্যায় ননএমপিও। প্রায় তিন বছর পর্যন্ত অধ্যক্ষ পদ শূন্য থাকায় বার বার বিজ্ঞপ্তি দেওয়া সত্ত্বেও ডিগ্রি পর্যায়ে যোগ্যতা সম্পন্ন অধ্যক্ষ পদে কোন আবেদন জমা পড়েনি। কলেজটি অনগ্রসর চর অঞ্চলে অবস্থিত, এই যুক্তিতে নিয়োগ যোগ্যতা শিথিল পূর্বক ২৮ মার্চ ২০২১ খ্রি. জনাব মো: আলিম উজজামানকে অধ্যক্ষ পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ০৬.১১.২০২২ তারিখের ৫৬২২৬ নং স্মারকে জনাব মো: আলিম উজজামান এর নিয়োগের অনুমতি প্রদান করে এবং ১৭.১১.২০২২ তারিখের ৫৬৪১৪ নং পত্রে জনাব মো: আলিম উজজামানের যোগদান অনুমোদন করে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের বক্তব্য: মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের জানুয়ারি/২০২৩ মাসের এমপিও কমিটির সভায় বিষয়টি উপস্থাপন করা হলে কমিটি কর্তৃক নিম্নোক্ত সুপারিশ করা হয়:

> "পটুয়াখালী জেলার গলাচিপা উপজেলাধীন হাজী কেরামত আলী কলেজের অধ্যক্ষ পদে জনাব মোঃ আলিম উজজামান জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা-২০২১ এর নির্ধারিত শর্ত মোতাবেক নিয়োগ প্রাপ্ত না হওয়ায় বিস্তারিত উল্লেখপূর্বক শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়"

সংশ্লিষ্ট বিধান: বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) জনবলকাঠামো ও এমপিও নীতিমালা-২০২১ এর পরিশিষ্ট-ঘ এর (খ) অংশে বর্ণিত নিয়োগ যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও বেতন স্কেল নিম্নরূপ:
(খ) কলেজ (উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ/ডিগ্রি (পাস) কলেজ :

ক্র: নং		অধ্যক্ষ স্নাতক (পাস) মহাবিদ্যালয়	অধ্যক্ষ উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ
১.	শিক্ষাগত যোগ্যতা	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী/সমমান অথবা স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে ০৪ (চার) বছর মেয়াদি স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি/সমমান: সমগ্র শিক্ষাজীবনে ০১ (এক) টির বেশি ৩য় বিভাগ/শ্রেণি/সমমান	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী/সমান অথবা স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে ০৪ (চার) বছর মেয়াদি স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি/সমমান। অথবা বিএড ডিগ্রি /সমমানসহ স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি/সমমান। সমগ্র শিক্ষাজীবনে ০১ (এক) টির বেশি ৩য় বিভাগ/শ্রেণি/সমমান গ্রহণযোগ্য হবে না।
২.	অভিজ্ঞতা	ডিগ্রি কলেজের এমপিওভুক্ত অধ্যক্ষ অথবা এমপিওভুক্ত হিসেবে ডিগ্রি কলেজের উপাধ্যক্ষ/উচ্চ মাধ্যমিক কলেজের অধ্যক্ষ পদে ০৩ (তিন) বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতাসহ মোট ১৫ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা অথবা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অধ্যক্ষ পদে ৫ম গ্রেডে ০৩ (তিন) বছরের অভিজ্ঞতাসহ মোট ১৫ (পনের) বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা	উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ/উচ্চ মাধ্যমিক কলেজের অধ্যক্ষ/ডিগ্রী কলেজের উপাধ্যক্ষ পদে এমপিওভুক্ত হিসেবে কর্মরত অথবা এমপিওভুক্ত হিসেবে জ্যেষ্ঠ প্রভাষক/সহকারী অধ্যাপক পদে ন্যূনতম ০৩ (তিন) বছরের অভিজ্ঞতাসহ মোট ১২ (বার) বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
৩.	জাতীয় বেতন স্কেল ও গ্রেড	গ্রেড ৪ স্কেল: ৫০০০০-৭১২০০/-	গ্রেড-৫ স্কেল: ৪৩০০০-৬৯৮৫০/-

আপিল কমিটির বিশ্লেষন: জনাব মোঃ আলিম উজজামান উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের অধ্যক্ষ হিসেবে উপযুক্ত এবং গ্রেড-৫ বেতন পাওয়ার যোগ্য। এই পয়েন্টে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের কোন দ্বিমত নেই। তবে তিনি ডিগ্রি স্তরের অধ্যক্ষ হতে পারেন কি-না সে বিষয়ে মাউশি সিদ্ধান্তে আসতে পারেননি। মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত চেয়েছে। জনাব মোঃ আলিম উজজামান অধ্যক্ষ পদ ধারণের বিষয়টি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে বিধায় এক্ষনে তাঁর এমপিওভুক্তি করনের বিষয়টি মন্ত্রণালয়ে বিবেচনা করতে হবে।

সুপারিশ: যেহেতু জনাব মোঃ আলিম উজজামান উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের অধ্যক্ষের গ্রেড -৫ চেয়ে এমপিওভুক্তির আবেদন করেছেন এবং এই স্তরের সকল শর্ত পূরণ করেছেন। অধিকন্তু জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর অধ্যক্ষ, স্নাতক (পাস) কলেজ হিসেবে নিয়োগের অনুমতি প্রাপ্ত হয়েছেন বিধায় সেহেতু তাঁকে এমপিওভুক্তির সুপারিশ করা হলো। তবে কলেজটি উচ্চ মাধ্যমিক স্তর এমপিওভুক্ত হওয়ায় তিনি এ স্তরের অধ্যক্ষের বেতন গ্রেড-৫ প্রাপ্য হবেন, গ্রেড-৪ প্রাপ্ত হবেন না। এমপিওভুক্তির পূর্বের সময়কালের জন্য তিনি অধ্যক্ষ পদের কোন বকেয়া বেতন ভাতা প্রাপ্য হবেন না মর্মে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

০৭.	**বিষয়: গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলাধীন কোচাশহর শিল্পনগরী কলেজ ও গবেষণা কেন্দ্র এর উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে সমাজবিজ্ঞান ও যুক্তিবিদ্যা বিষয়ের শিক্ষকদ্বয়ের শর্ত শিথিল সাপেক্ষে এমপিওভুক্তির আবেদন।** **মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের বক্তব্য:** গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলাধীন কোচাশহর শিল্পনগরী কলেজ ও গবেষণা কেন্দ্রের সমাজবিজ্ঞান বিষয়ের প্রভাষক জনাব মো: শরিফুল ইসলাম ও যুক্তিবিদ্যা বিষয়ের প্রভাষক জনাব মো: মাকসুদা রহমান ১৪.০৭.২০১৫ তারিখে নিয়োগপত্র হন। তারা ১৬.০৭.২০১৫ তারিখে যোগদান করেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ০৫.০৭.২০২১ তারিখে নং-৩৭.০০.০০০০.০৭০.৩৩.০০৫.২১.৯৬ এবং ৩৭.০০.০০০০.০৭০.৭১.০০১.২০.৩৬১, তারিখ: ১৩.১১.২০২২ মোতাবেক সমাজবিজ্ঞান ও যুক্তিবিদ্যা বিষয় দুটি খোলার অনুমতি প্রদান করা হয়। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, দিনাজপুর, বিষয় দুটির অধিভুক্তির স্মারক নং যথাক্রমে-৪/কল/রং/১১৩৭/৩৬৫০, তারিখ: ১৫.০৯.২০২১ মোতাবেক ২০২১-২০২২ শিক্ষাবর্ষ হতে সমাজবিজ্ঞান এবং স্মারক নং ৪/কল/রং/১১৩৭/৪৯৮৩, তারিখ: ০৫.১২.২০২২ মোতাবেক ২০২২/২০২৩ শিক্ষাবর্ষ হতে সমাজবিজ্ঞান ও যুক্তিবিদ্যা বিষয়ে ছাত্র ছাত্রী ভর্তির জন্য অনুমতি প্রদান করা হয়। উল্লেখিত শিক্ষাবর্ষে সমাজবিজ্ঞান বিষয়ে ১৩৮ (একশত আটত্রিশ) ও যুক্তিবিদ্যা বিষয়ে ৩৭ (সাঁতত্রিশ) জন ছাত্র ছাত্রী ভর্তি হয়। শিক্ষকদ্বয় তাঁদের এমপিওভুক্তির লক্ষ্যে গত ০৪.০৪.২০২২ এবং ০৭.০২.২০২৩ তারিখে অনলাইনে আবেদন করেন। তাদের আবেদনপত্র বাতিল করা হয়। **আপিল কমিটির বিশ্লেষন:** গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলাধীন 'কোচাশহর শিল্পনগরী কলেজ ও গবেষণা কেন্দ্র' এর উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে সমাজবিজ্ঞান ও যুক্তিবিদ্যা বিষয় দু'টি অনুমোদনের পূর্বেই শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। সে কারনে সমাজবিজ্ঞানের প্রভাষক পদে নিয়োগপ্রাপ্ত জনাব মো: শরিফুল ইসলাম ও যুক্তিবিদ্যা বিষয়ে প্রভাষক পদে নিয়োগপ্রাপ্ত জনাব মো: মাকসুদা রহমান এর এমপিও ভুক্তির আবেদন গ্রহণযোগ্য নয়। **সুপারিশ:** বিষয় খোলার অনুমতি পাওয়ার সাত বছর আগে শিক্ষক নিয়োগ দেওয়ায় শিক্ষকদ্বয়ের এমপিওভুক্তির আবেদন নামঞ্জুর করার সুপারিশ করা হলো।
০৮.	**বিষয়: কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী উপজেলাধীন উত্তর চাঁদপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব সেখ মোহাম্মদ আলী এর বন্ধকৃত বেতন ভাতা (Stop Payment) ছাড়করণ।** **মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের বক্তব্য:** কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী উপজেলাধীন উত্তর চাঁদপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব সেখ মোহাম্মদ আলী এর বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকায় বেতন ভাতা (Stop Payment) করা হয়। বন্ধকৃত বেতন ভাতা ছাড়করণের জন্য জনাব সেখ মোহাম্মদ আলী মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে রিট পিটিশন নং-২৪৭০/২০১৯ মামলা দায়ের করেন। রিট পিটিশন নং-২৪৭০/২০১৯ এর রায় নিম্নরূপ: Let a Rule Nisi be issued calling upon the respondent No. 2 to show cause as to why his failure to despose of petitioner's application dated 03.02.2019 (Annexure-G) in accordance with law, should not be declared to be without lawful authority and is of no legal effect and/or such other or frurther order or orders be passed as to this Court May seem fit and proper. The Rule is made returnable within 4(four) weeks from date. Pending hearing of the Rule, respondent No. 2 is directed to dispose petitioner's application dated 03.02.2019 (Annexure-G), in accordance with law, within a period of 60 (sixty) days from receipt of the copy of this order. The petitioner is directed to put in requistes for service of notices upon the respondents in the usual course nad throught registered post with acknowledement due (AD). মামলার রায়ের আলোকে বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টা নিম্নোক্ত মতামত প্রদান করেন : Pending hearing of the Rule, respondent NO.2 is directed to dispose petititoner's application dated 03.02.2019 (Annexure-G) in accordance with law, within a period of 60 (Sixty) days from receipt of the copy of this order.

	The petitioner is directed to put in requisites for service of notices upon the respondents in the usual course and through registered post with a acknowledgement due (AD). In such view of the matter, our opinion is that the Directorate should release his MPO as per the recommendation of the District Education Officer, Kustia. বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টার মতামত অনুযায়ী, প্রধান শিক্ষক জনাব সেখ মোহাম্মদ আলীর বন্ধকৃত বেতন-ভাতা (Stop Payment) ছাড়করণের বিষয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক সুপারিশসহ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা কামনা করা হয়। **আপিল কমিটির বিশ্লেষন:** কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী উপজেলাধীন উত্তর চাঁদপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব সেখ মোহাম্মদ আলী বন্ধ বেতন ভাতা ছাড়করণের বিষয়ে রিট পিটিশন নং-২৪৭০/২০১৯ এর রায় এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের সুপারিশ থাকায় তাঁর এমপিও চালু করা যায়। **সুপারিশ:** কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী উপজেলাধীন উত্তর চাঁদপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব সেখ মোহাম্মদ আলী এর বন্ধকৃত বেতন ভাতাদি রিট পিটিশন মামলার রায়ের আলোকে ছাড়করণের সুপারিশ করা হলো।
০৯.	**বিষয় : দিনাজপুর জেলার বীরগঞ্জ উপজেলাধীন দেবীডাঙ্গা আদর্শ বালিকা নিম্ন মাধ্যমিক উচ্চ বিদ্যালয়ের ০৮ (আট) জন শিক্ষক-কর্মচারীর বকেয়া বেতন ভাতাদি প্রদান।** **মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের বক্তব্য:** শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং শিম/শা-১৩/এমপিও-১২/২০০৯/২০৯ তারিখ: ৩১-০৫-২০১০ পত্রে নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় হিসেবে দিনাজপুর জেলার বীরগঞ্জ উপজেলাধীন দেবীডাঙ্গা আদর্শ বালিকা নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়-কে এমপিওভুক্ত করা হয়। পরবর্তীতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং শিম/শা-১৩/এমপিও-১২/২০০৯/২২৯ তারিখ: ১৬-০৬-২০১০ খ্রি. পত্রে এমপিওভুক্তির তালিকা হতে প্রতিষ্ঠানটিকে বাদ দেয়া হয়। এমপিও বাতিল হওয়ায় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে রিট পিটিশন নং ৪৩৯৮/২০১৪ দায়ের করা হয়। উক্ত কি পিটিশন মামলার শুনানি শেষে নিম্নোক্ত রায় হয় : "The respondents concerned are hereby directed to include the name of the said institution in the list of MPO for **the** financial year 2009-2010 provided it fulfills the requirements as stipuleated in the (in short, the janabal Kathamo, 2010) within a period of 90 (ninety) days from date of receipt of the copy of the judgment and order". মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের রায়ের বিরুদ্ধে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগের আপিল নং-৩৩৪৩/২০১৫ দায়ের করা হয়। উক্ত আপিল মামলা শুনানি শেষে আপিল বিভাগের আদেশ হলো: The leave petition is out of time by 213 days but the explanation offered seeking condonation of delay is not at all satisfactory Accordingly, the Civil petition for leave to appeal is dismissed as barred by limitation. পরবর্তীতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পত্র নং-৩৭.০০.০০০০.০৯৮.২৯.০০৩.১৫.১৬, তারিখ: ০৭-০১-২০১৬ এর নির্দেশনা মোতাবেক প্রতিষ্ঠানটিকে নিম্ন মাধ্যমিক এমপিও কোড দেয়া হয়। বর্ণিত বিষয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টার মতামত হলো: In such view of the matter. Our opinion is that the Directorate Should take necessary steps to make payment of arrear MPO of the teachers/staffs of the school from May 2010",i e the date of the memo which was declared illegal by the High Court Division. বকেয়া বেতন ভাতা প্রদানের বিষয়টি ০৭-১২-২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত এমপিও অনুমোদন সংক্রান্ত চূড়ান্ত কমিটির সভায় উপস্থাপন করা হয়। কমিটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা চাওয়ার বিষয়টি পুন:বিবেচনা করা হয়েছে। **আপিল কমিটির বিশ্লেষন:** আবেদনকারীর বক্তব্য/শুনানী গ্রহণ করা হয়। প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি পর্যালোচনা করা হয়। দিনাজপুর জেলার বীরগঞ্জ উপজেলাধীন দেবীডাঙ্গা আদর্শ বালিকা নিম্ন মাধ্যমিক উচ্চ বিদ্যালয়ের ০৮ (আট) জন শিক্ষক-কর্মচারীর বকেয়া বেতন ভাতাদি প্রদানের বিষয়ে রিট পিটিশন নং-৪৩৯৮/২০১৪ এর রায়ের আলোকে কার্যক্রম গ্রহণ করা যায়। **সুপারিশ:** দিনাজপুর জেলার বীরগঞ্জ উপজেলাধীন দেবীডাঙ্গা আদর্শ বালিকা নিম্ন মাধ্যমিক উচ্চ বিদ্যালয়ের ০৮ (আট) জন শিক্ষকের বকেয়া বেতন ভাতাদি আদালতের রায়ের আলোকে প্রদানের পক্ষে সুপারিশ করা হলো।

১০.	**বিষয়: কুমিল্লা জেলার ব্রাহ্মনপাড়া উপজেলাধীন গোপালনগর আদর্শ কলেজের অধ্যক্ষ মোঃ আনিসুর রহমানের এমপিওভুক্তির পুনর্বিবেচনার আবেদন।** **পর্যবেক্ষণ:** গোপালনগর আদর্শ কলেজের অধ্যক্ষ পদের জন্য গত ১২/০৭/২০১৮ তারিখে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। সে মোতাবেক গত ০৮/০৮/২০১৮ তারিখে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে অধ্যক্ষ পদে জনাব মোঃ আনিসুর রহমান গত ১২/০৮/২০১৮ তারিখে নিয়োগ প্রাপ্ত হন। তিনি গত ১৪/১২/২০১৮ তারিখে অধ্যক্ষ পদে যোগদান করেন। নিয়োগ আদেশটি গভর্নিংবডির ১১.০৮.২০১৮ তারিখের ৫৮ নং রেজুলেশনে চুড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয়। জনাব মোঃ আনিসুর রহমান কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে এমপিওভুক্তির আবেদন করেন। আবেদনটি প্রক্রিয়াকালে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, আঞ্চলিক পরিচালক কুমিল্লা জনাব সমেশ কর চৌধুরী ৫৮নং রেজুলেশন টেম্পারিং হয়েছে মর্মে নোট প্রদান করেন। আবেদনকারি শুনানীতে বলেন যে, তিনি একজন প্রার্থী হিসাবে যথাবিধি মেনে যোগদান করে অদ্যবধি কর্মরত আছেন। গভর্নিং বডির রেজুলেশন যথাযথ আছে। রেজুলেশন কোন পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন বিয়োজন বা সংশোধন করা হয়নি। অধ্যক্ষ নিয়োগকালীন সময়ে ও বর্তমানে একই ব্যক্তি জনাব মোহাম্মদ আসাদ উল্লাহ ভূঁইয়া ম্যানেজিং কমিটিতে সভাপতি হিসেবে আছেন। নিয়োগ প্রক্রিয়ায় কোন জালিয়াতি হয়নি মর্মে তিনি লিখিত বক্তব্য প্রদান করেছেন। **আপিল কমিটির বিশ্লেষন:** কুমিল্লা জেলার ব্রাহ্মনপাড়া উপজেলাধীন গোপালনগর আদর্শ কলেজের অধ্যক্ষ মোঃ আনিসুর রহমানের নিয়োগকালীন গভর্নিংবডির সভাপতি বর্তমানে ঐ প্রতিষ্ঠানে সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি শুনানীতে অংশগ্রহণ করে রেজুলেশন যথাযথ আছে মর্মে নিশ্চিত করায় তাঁকে এমপিওভুক্ত করা যায়। **সুপারিশ:** জনাব মোহাম্মদ আসাদ উল্লাহ ভুঁইয়া কুমিল্লা জেলার ব্রাহ্মনপাড়া উপজেলাধীন গোপালনগর আদর্শ কলেজের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। তিনি অদ্যাবধি সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি জানান যে, তাঁর স্বাক্ষরিত রেজুলেশন সঠিক আছে। অধ্যক্ষ জনাব মোঃ আনিসুর রহমানের এমপিও ভুক্তির পক্ষে সুপারিশ করা হলো।
১১.	**বিষয়: কুড়িগ্রাম কালেক্টরেট স্কুল এন্ড কলেজ এর সহকারী প্রধান শিক্ষক জনাব মোছা: শিরিন আখতার সিদ্দিকা এর এমপিওভুক্তির আবেদন পুনর্বিবেচনা।** জনাব মোছা: শিরিন আখতার সিদ্দিকা, সহকারী প্রধান শিক্ষক হিসেবে ২৪ জানুয়ারি ২০০৭ তারিখ থেকে উক্ত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছেন। প্রতিষ্ঠানটি ২০১৯ সালে এমপিওভুক্ত হয়। ২০২০ সালে তিনি এমপিওভুক্তির জন্য আবেদন করলে উপপরিচালক রংপুর এমপিও'র ফাইলটি বাতিল করেন। নিয়োগকালীন সময়ে তাঁর কাম্য শিক্ষাগত যোগ্যতা বি.এড সার্টিফিকেট না থাকায় এবং কাম্য অভিজ্ঞতা না থাকায় তাঁর এমপিওভুক্তির আবেদনটি বাতিল করা হয়। কুড়িগ্রাম কালেক্টরেট স্কুল এন্ড কলেজে "সহকারী প্রধান শিক্ষক" পদের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ২২/১২/২০০৬ তারিখে দৈনিক ইত্তেফাক এ প্রকাশ করে। "সহকারী প্রধান শিক্ষক"এর যোগ্যতা বি.এডসহ স্নাতক/স্নাতকোত্তর চাওয়া হয়। তিনি ২৪ জানুয়ারী ২০০৭ তারিখে স্নাতকোত্তর যোগ্যতা নিয়ে সহকারী প্রধান শিক্ষক পদে যোগদান করেন এবং পরবর্তীতে ০২ বছরের মধ্যে ২০০৯ সালে বি এড ডিগ্রী অর্জন করেন। **সংশ্লিষ্ট বিধান:** বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) জনবলকাঠামো ও এমপিও নীতিমালা-২০২১ এর ১১.২ এ উল্লেখ আছে "প্রধান শিক্ষক/সহকারী প্রধান শিক্ষক/অধ্যক্ষ/উপাধ্যক্ষ প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির সময়ে পরিশিষ্ট 'ঘ' অনুযায়ী কাম্য অভিজ্ঞতা না থাকলে বর্ণিত স্কেলের এক ধাপ নিচের স্কেলে বেতন-ভাতাদি পাবেন"। বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) জনবলকাঠামো ও এমপিও নীতিমালা-২০২১ এর ১১.৩ এ উল্লেখ আছে "নিম্ন-মাধ্যমিক/মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানে শিক্ষায় ডিগ্রি বিহীন কোনো সহকারী শিক্ষক/সহকারী মৌলভী যোগদানের ০৫ (পাঁচ)বছরের মধ্যে সরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ/সরকার কর্তৃক শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য অনুমোদিত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষায় ডিগ্রি (বিএড/বিএমএড/সমমান-যাদের ক্ষেত্রে এ সকল ডিগ্রি প্রযোজ্য) অর্জন"। **পর্যালোচনা:** নিয়োগকালীন সময়ে তাঁর কাম্য শিক্ষাগত যোগ্যতা বি.এড সার্টিফিকেট না থাকলেও তিনি দুই বছরের মধ্যে তা অর্জন করতে সক্ষম হন বিধায় কুড়িগ্রাম জেলার কালেক্টরেট স্কুল এন্ড কলেজ এর সহকারী প্রধান শিক্ষক জনাব মোছা: শিরিন আখতার সিদ্দিকাকে এমপিওভুক্তির সুযোগ রয়েছে।

	সুপারিশ: কুড়িগ্রাম জেলার কালেক্টরেট স্কুল এন্ড কলেজ এর সহকারী প্রধান শিক্ষক জনাব মোছা: শিরিন আখতার সিদ্দিকার বি.এড ডিগ্রী নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে অর্জন করায় তাঁকে এমপিওভুক্ত করার সুপারিশ করা হলো কিন্তু তার কাম্য অভিজ্ঞতা না থাকায় তিনি এক ধাপ নিম্ন স্কেলে গ্রেড-০৯ এ বেতন-ভাতাদি প্রাপ্য হবেন মর্মে সুপারিশ করা হলো।
১২.	**বিষয়: রাজশাহী জেলার মোহনপুর উপজেলাধীন মহব্বতপুর খানপুর ডিগ্রি কলেজ এর ০৩ (তিন) জন শিক্ষকের বকেয়া বেতন ভাতার সরকারি অংশ প্রদান।** **মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের বক্তব্য:** মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের রায়, মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের রায় এবং পূর্বের ধারাবাহিকতায় মহব্বতপুর খানপুর ডিগ্রী কলেজ, মোহনপুর, রাজশাহী-এর নিয়োগ প্রাপ্ত (১) মোঃ আতাউর রহমান, প্রভাষক (রাষ্ট্রবিজ্ঞান), (২) মোঃ নজরুল ইসলাম শাহ্, প্রভাষক (দর্শন) ও (৩) মুহাঃ মাসুদুর রহমান, প্রভাষক (সমাজবিজ্ঞান) ০৩ (তিন) জন শিক্ষককে আদালতের রায় অনুযায়ী বকেয়া বেতন ভাতাদি প্রদানের আবেদন। "রাজশাহী জেলার মোহনপুর উপজেলাধীন মহব্বতপুর খানপুর ডিগ্রি কলেজের প্রভাষক (ইসলামী শিক্ষা) জনাব মো: শামসুল আলম গং কর্তৃক হাইকোর্ট বিভাগে রিট পিটিশন নং-৯৩৪৭/২০১০ দায়ের করা হয়। উক্ত রিট পিটিশনের ১৩/০৩/২০১১ তারিখে প্রদত্ত রায় অনুযায়ী পিটিশনারগণকে বকেয়া ব্যতীত এমপিওভুক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ নির্দেশনার প্রেক্ষিতে মাউশি অধিদপ্তর থেকে ডিগ্রি (পাস) স্তরে নিয়োগকৃত ১৭ (সতের) জন শিক্ষক-কর্মচারীকে এমপিওভুক্ত করা হয়েছে। পরবর্তীতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এর স্মারক নং-৩৭.০০.০০০০,০৩১,০৮.৩৮৬.১২-৬৫৬; তারিখ: ২৫/০৯/২০১৩খ্রি. মোতাবেক ৯ জন শিক্ষকের যোগদানের তারিখ থেকে বকেয়া প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এর স্মারক নং-৬৭.০০.০০০০.০০১.০৪.৩৮৬.১২-১৯৬; তারিখ: ০৪/১২/২০১৩ খ্রি, মোতাবেক ০৫ জন শিক্ষকের যোগদানের তারিখ থেকে বকেয়া প্রদানের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এর স্মারক নং-৩৭.০০.০৭৮.০২.০০১.(কেয়া)২০১২.২৭১; তারিখ: ০৭/০৭/২০১৫ খ্রি. মোতাবেক উক্ত ৯ জন শিক্ষককে মোট: ৮৮,৩৯,৬৪৬/- (আটাশি লক্ষ উনচল্লিশ হাজার ছয়শত ছেচল্লিশ) টাকা বকেয়া প্রদান করা হয়। তদন্ত প্রতিবেদনের মতামত নিম্নরূপ: "মহব্বতপুর খানপুর ডিগ্রী কলেজটি এমপিওভুক্তির জন্য মহামান্য হাইকোর্টের রায় কার্যকর করার ক্ষেত্রে "বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান (স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ) এর শিক্ষক ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশ প্রদান ও জনবল কাঠামো সম্পর্কিত নির্দেশিকা" (৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১০ এ প্রণীত, মার্চ ২০১৬ পর্যন্ত সংশোধিত) এর ৫ নং অনুচ্ছেদের (ঘ) অনুযায়ী কাম্য শিক্ষার্থী এবং (৪) অনুযায়ী কাম্য ফলাফল সংক্রান্ত শর্ত দুটি অনুসরণ করা হয় নাই। তদন্তকালে "বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) জনবলকাঠামো ও এম.পি.ও. নীতিমালা -২০১৮" (১২ জুন, ২০১৮)-এর ৫ অনুচ্ছেদের ৫.৩ অনুযায়ী জনবলকাঠানোর আংশিক শর্ত, কাম্য শিক্ষার্থীর সংখ্যা সংক্রান্ত ৫.৪ এর শর্ত এবং কাম্য ফলাফল সংক্রান্ত ৫.৫ এর পূরণ হয়নি। মহব্বতপুর খানপুর ডিগ্রী কলেজটির স্তর পরিবর্তন করে ডিগ্রী কোড প্রদান করার জন্য ০৯ (নয়) জন প্রভাষকের যোগদানের তারিখ থেকে অর্থাৎ ডিগ্রী স্তরে অধিভূক্তি লাভের পূর্বেই ডিগ্রী স্তরের বেতন-ভাতার সরকারি অংশের বকেয়া বেতন-ভাতা ৮৮,৩৯,৬৪৬/-(আটাশি লক্ষ উনচল্লিশ হাজার ছয়শত ছেচল্লিশ) টাকা উত্তোলন করার বিষয়টি পর্যালোচনাসহ উল্লিখিত শর্তসমূহ পূরণ হওয়া প্রয়োজন।" এ বিষয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের আইন শাখায় মতামত চাওয়া হলে আইন উপদেষ্টা নিম্নরূপ মতামত প্রদান করেন: "Our opinion is that the directorate should make payment of their arrear MPO from the date joining of the respective post of lecturers in the College as per judgment." বিষয়টি মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের জানুয়ারী/২০২৩ মাসের এমপিও কমিটিতে উপস্থাপন করা হলে এমপিও কমিটির সুপারিশ নিম্নরূপ : "রাজশাহী জেলার মোহনপুর উপজেলাধীন মহব্বতপুর খানপুর ডিগ্রি কলেজ-এর ডিগ্রি পাস পর্যায়ের স্তর কোড এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত না থাকা সত্ত্বেও ১৭ (সতের) জন শিক্ষক-কর্মচারীর এমপিওভুক্তি এবং ০৯ (নয়) জনের বকেয়া প্রাপ্তির বিষয়ে মামলা সংক্রান্ত বিভিন্ন রায়ের বিস্তারিত উল্লেখ পূর্বক একটি ধারাবাহিক বিবরণী শিক্ষা

মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

উল্লিখিত ০৩ (তিন) জন শিক্ষকের নিয়োগ, এমপিওভুক্তি ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্তি সংক্রন্ত তথ্য নিম্নরূপ:

ক্র: নং	শিক্ষকের নাম, পদবী ও ইনডেক্স নং	যোগদানের তারিখ	এমপিওভুক্তির তারিখ	জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বিষয় অধিভুক্তির তারিখ	মন্তব্য
০১.	জনাব আতাউর রহমান প্রভাষক (রাষ্ট্রবিজ্ঞান) ইনডেক্স নং-৩০৮৭৭০৬	০৩.০৯.২০০২	ফেব্রুয়ারি/২০১৩	প্রথম অধিভুক্তি ০৮.০৭.২০০৪ নবায়ন অধিভুক্তি ১৭.০৭.২০১৭	কলেজটির ডিগ্রী স্তর অধ্যাবধি এমপিওভুক্ত হয়নি।
০২.	জনাব নজরুল ইসলাম শাহ প্রভাষক (দর্শন) ইনডেক্স নং-৩০৮৭৭০৭	০৩.০৯.২০০২	ফেব্রুয়ারি/২০১৩		
০৩.	জনাব মুহা: মাসুদুর রহমান প্রভাষক (সমাজ বিজ্ঞান) ইনডেক্স নং-৩০৮৮০৮৩	২৭.০৬.২০০৪	মে/২০১৩		

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের জানুয়ারি/২০২৩ মাসের এমপিও কমিটির সভা কর্তৃক কলেজটি ডিগ্রি পর্যায়ে এমপিওভুক্ত না হওয়া সত্তেও উক্ত ৩ জন শিক্ষকের যোগদানের তারিখ থেকে বকেয়া প্রদানসহ এমপিওভুক্ত ১৭ জন শিক্ষক- কর্মচারীর মন্ত্রণালয়ের বিষয়ে নির্দেশনা কামনা করা হয়েছে।

আপিল কমিটির বিশ্লেষন: রাজশাহী জেলার মোহনপুর উপজেলাধীন মহব্বতপুর খানপুর ডিগ্রি কলেজের শিক্ষকদের রীট পিটিশন নং-৯৩৪৭/২০১০ এর রায়ের আলোকে এমপিওভুক্ত করা হয়। রায়ে বকেয়া প্রদানের কথা উল্লেখ না থাকায় আবেদনকৃত ০৩ (তিন) জন শিক্ষককে বকেয়া প্রদানের সুযোগ নেই।

সুপারিশ: রাজশাহী জেলার মোহনপুর উপজেলাধীন মহব্বতপুর খানপুর ডিগ্রি কলেজ এর ০৩ (তিন) জন শিক্ষকের বকেয়া বেতন ভাতার সরকারি অংশ প্রদান না করার সুপারিশ করা হলো।

১৩. **বিষয়: ভোলা জেলার লালমোহন উপজেলাধীন মায়ানগর নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগপ্রাপ্ত জনাব মো: রিয়াজুল ইসলাম এর এমপিওভুক্তি সংক্রান্ত।**

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের বক্তব্য: জনাব মো: রিয়াজুল ইসলাম, সহকারী শিক্ষক (শরীর চর্চা) পদে বিগত ২৪/১২/২০০০ তারিখে মহেশখালী মন্তাজ উদ্দীন দাখিল মাদ্রাসায় যোগদান করে। তিনি ০১/০৯/২০০১ তারিখে প্রথম এমপিওভুক্ত হন। পরবর্তীতে ১৯ বছর ০৫ মাসের অভিজ্ঞতা নিয়ে মায়ানগর নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক পদে ০৫/১০/২০২০ তারিখে যোগদান করেন। প্রধান শিক্ষক পদে এমপিওভুক্তির জন্য উপপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, বরিশাল অঞ্চলে কাগজপত্র প্রেরণ করেন। উপপরিচালক, বরিশাল অঞ্চল তাঁর এমপিওভুক্তির বিষয়টি বাতিল করে তিনি জেলা শিক্ষা অফিসার, ভোলা এর মাধ্যমে ০৪/০৪/২০২১ তারিখে এমপিওভুক্তির জন্য অধিদপ্তরে অবেদন দাখিল করেন।

এমপিও কমিটির সভায় বর্ণিত প্রধান শিক্ষক জনাব রিয়াজুল ইসলাম এর এমপিওভুক্তির আবেদন উপস্থাপন করা হলে এমপিও কমিটি নিম্নোক্ত সুপারিশ করেন: The University of Comilla এর সনদ কোন সময় পর্যন্ত বৈধ ছিল এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরী কমিশন, কর্তৃক মতামতের প্রাপ্তি সাপেক্ষে নথির মাধ্যমে নিষ্পত্তি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন এর স্মারক নং-৩৭.০১.০০০০.১৩২.৪১.০১৪.২০.৪৬০ তারিখ : ০৪ জানুয়ারী ২০২২ বরাতে জানানো হয় যে, দি ইউনিভার্সিটি অব কুমিল্লা সরকার কর্তৃক ০৪/১২/১৯৯৫ তারিখ অনুমোদন লাভ করে এবং বিপিএড প্রোগ্রামটি ১১/০৯/২০০০ তারিখে কমিশন হতে অনুমোদন প্রাপ্ত হয়। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন যাথাযথভাবে প্রতিপালন না করার কারণে ২২/১০/২০০৬ তারিখে সরকার কর্তৃক চূড়ান্তভাবে বিশ্ববিদ্যালয়টি বন্ধ ঘোষনা করা হয়:

ক্র: নং	শিক্ষকের নাম ও পদবী	শিক্ষাগত যোগ্যতা	এমপিওভুক্তির তারিখ	মন্তব্য
১	জনাব মো: রিয়াজুল ইসলাম পদবী: প্রধান শিক্ষক ইনডেক্স নম্বর:৪৭২২৯৩ জন্ম তারিখ: ২৭/১১/১৯৭২	এসএসসি-২য়-১৯৮৮ এইচ এস সি-২য়-১৯৯১ স্নাতক (সম্মান)-২য়-১৯৯৭ বিপিএড-.৫৭-২০০৩ (দি ইউনিভার্সিটি অব কুমিল্লা) বিএড-২য়-২০১৪-জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়	১ম এমপিও ভুক্তির তারিখ: ০১/০৯/২০০১ পদবী:সহকারী শিক্ষক (শরীর চর্চা) অভিজ্ঞতা: ১৯ বছর+	দি ইউনিভার্সিটি অব কুমিল্লা থেকে ২০০৩ সালে বিপিএড পাশ করেন এবং ২০০৬ সালে বিশ্ববিদ্যালয়টি বন্ধ ঘোষনা করা হয়।

	বিপিএড কোর্স ১১.০৯.২০০০ তারিখে চালু হয়। অত:পর ২২.১০.২০০৬ তারিখে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করা হয়। বর্ণিত শিক্ষকের বিপিএড সনদ ২০০৬ সালের পুর্বেই অর্জিত হয়। **আপিল কমিটির বিশ্লেষন:** ভোলা জেলার লালমোহন উপজেলাধীন মায়ানগর নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগপ্রাপ্ত জনাব মো: রিয়াজুল ইসলাম এর নিয়োগকালে কাম্য যোগ্যতা থাকায় এবং তার বিপিএড সার্টিফিকেটের বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের মতামত বিরুপ মন্তব্য না থাকায় তাকে এমপিওভুক্ত করার সুযোগ রয়েছে। **সুপারিশ:** ভোলা জেলার লালমোহন উপজেলাধীন মায়ানগর নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগপ্রাপ্ত জনাব মো: রিয়াজুল ইসলাম এর নিয়োগকালে কাম্য যোগ্যতা থাকায় এবং তার বিপিএড সার্টিফিকেটের বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের মতামত বিরূপ না হওয়ায় জনাব রিয়াজুল ইসলামকে এমপিওভুক্তির সুপারিশ করা হলো।

২.০ এমতাবস্থায়, জনবলকাঠামো ও এমপিও নীতিমালা-২০২১ এর ২০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী গঠিত এমপিও পুনর্বিবেচনা সংক্রান্ত আপিল কমিটি এর ২৯.০৮.২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার বর্ণিত ১৩ (তেরো)টি সুপারিশ বাস্তবায়নের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

০৫/০২/২৪

(মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ৫৫১০০৫১৭
ই-মেইল: nongovt.secondary.Sec3@shed.gov.bd

মহাপরিচালক
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
শিক্ষা ভবন, ঢাকা।

সদয় অবগতি/কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস), পলাশী, নীলক্ষেত, ঢাকা।
২. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪. জেলা প্রশাসক,---------- (সকল) ।
৫. পরিচালক, পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
৬. সিস্টেম এনালিস্ট, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৭. পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা (সকল অঞ্চল)।
৮. উপপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা,-------- (সকল অঞ্চল)।
৯. জেলা শিক্ষা অফিসার,---------- ----- (সকল)।
১০. উপজেলা নির্বাহী অফিসার,---------- (সকল)।
১১. উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, ---------- (সকল)।
১২. অধ্যক্ষ/প্রধান শিক্ষক, ...।
১৩. সভাপতি (গভর্ণিংবডি/ম্যানেজিং কমিটি), ...।
১৪. অতিরিক্ত সচিব (মাধ্যমিক-২) মহোদয়ের ব্যাক্তিগত কর্মকর্তা, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১৫. জনাব, ...।
১৬. অফিস কপি।